দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 FEB 203
পৃষ্ঠা ৪/২

শিক্ষকদের ওপর গভর্নিং বডির চাপ প্রসঙ্গে

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' একথা আমরা সবাই জানি। শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। আর শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু শিক্ষকরা যখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে তখন তার প্রভাব শিক্ষার উপরও পড়ে।

ইদানীং শোনা যাচ্ছে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার, অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও অসদাচরণের ঘটনা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অভিযোগ খোদ বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ নেতৃবৃন্দের। শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাছাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করেও গভর্নিং কমিটির সাথে দ্বন্দ্ব, হতাশা ও ক্ষোভের কথা জানা যায়। আমার মনে হয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষকদের সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আলাপ করলে এর সত্যতা পাবেন। বিষয়টি শিক্ষার প্রসার ও গুণগতমান উন্নয়নের অন্তরায়।

শিক্ষার উন্নতির জন্য গভর্নিং কমিটি কর্তৃক শিক্ষকদের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ, অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও অসদাচরণের ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্নিং কমিটির ক্ষমতা সীমিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় সদস্যদের উচ্চ শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষার উন্নতির জন্য গভর্নিং কমিটির সদস্যদেরকে রাজনীতিমুক্ত থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কমিটি এবং প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকদের মধ্যে যাতে সদভাব বজায় থাকে, শিক্ষকরা আর যাতে দুর্ব্যবহারের শিকার না হয় সেজন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা হোক।

বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মাহবুব হোসেন (মানিক),
গ্রাম: দড়িচর, ডাকঘর: নোয়াকান্দা,
উপজেলা: পলাশ, জেলা: নরসিংদী